জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৩ বছর: বর্ণাঢ্য আয়োজন, উচ্চশিক্ষায় সাফল্যের দিগন্ত

মাজহারুল ইসলাম, গাজীপুর

প্রকাশিত: ২০:৩১, ২১ অক্টোবর ২০২৫; আপডেট: ২০:৩২, ২১ অক্টোবর ২০২৫

ছবি: দৈনিক জনকণ্ঠ

বর্ণাঢ্য আনন্দ র‍্যালি, কেক কাটা ও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) সকালে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে উৎসবমুখর পরিবেশে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয় দিনব্যাপী এ আয়োজন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এ এস এম আমানুল্লাহ বর্ণাঢ্য আনন্দ র‍্যালির নেতৃত্ব দেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর মো. লুৎফর রহমান, প্রফেসর ড. মো. নূরুল ইসলাম এবং ট্রেজারার প্রফেসর ড. এ টি এম জাফরুল

আযম। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের ডিন, রেজিস্ট্রার, বিভাগীয় প্রধানসহ শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীরা র‍্যালিতে অংশ নেন। পরে কেক কেটে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর মূল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ছিল উৎসবের আমেজ। ক্যাম্পাসজুড়ে সাজসজ্জা, ব্যানার-পোস্টার ও ফেস্টুনে মুখর হয়ে ওঠে পুরো এলাকা। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর পরিবেশনায় আয়োজনটি হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত।

ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এ এস এম আমানুল্লাহ বলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দেশের উচ্চশিক্ষার সবচেয়ে বড় প্ল্যাটফর্ম। আমরা শিক্ষা ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলে উচ্চশিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে কাজ করছি। আগামী দিনে এই বিশ্ববিদ্যালয় হবে উদ্ভাবনী গবেষণা ও মানসম্পন্ন শিক্ষার অনন্য কেন্দ্র।

১৯৯২ সালের ২১ অক্টোবর সংসদীয় আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের কলেজগুলোকে উচ্চশিক্ষার মূলধারায় যুক্ত করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই প্রতিষ্ঠানটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে।

বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে রয়েছে ২ হাজার ২৫৭টি কলেজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৩৮ লাখ, যা দেশের মোট উচ্চশিক্ষার্থীর প্রায় ৭০ শতাংশ।

৩৩ বছরের যাত্রায় বিশ্ববিদ্যালয়টি শুধু শিক্ষার পরিধি নয়, শিক্ষার মানোন্নয়ন, পরীক্ষার ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা, অনলাইন একাডেমিক সার্ভিস ও প্রশাসনিক সংস্কারেও অর্জন করেছে দৃশ্যমান অগ্রগতি।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এই দীর্ঘ পথচলা দেশের উচ্চশিক্ষার প্রসার, দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ নির্মাণে নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।